দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রগতি

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন আরও দেড় হাজার গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, ইতোমধ্যেই এক হাজার ২৫টি বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। অবশিষ্ট বিদ্যালয় নির্মাণের কাজও আগাইয়া চলিয়াছে। তন্মধ্যে ৩০০টির কাজ শেষ হইয়াছে ৯০ শতাংশ। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে ৮৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চাৎপদ এইসব গ্রামে সম্পূর্ণ নূতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইতেছে। শিক্ষক ও অন্যান্য জনবলও নিয়োগ করা হইবে যথারীতি। প্রদান করা হইবে শিক্ষা উপকরণও। কমপক্ষে দুই হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, এমন সব গ্রামে এই বিদ্যালয়গুলি তৈরি করা হইতেছে। স্কুলের স্থান নির্বাচনে বন্যা, নদীভাঙন, শিশুদের সহজ যাতায়াত ইত্যাদি সুবিধা বিবেচনায় নেওয়া হইয়াছে। এই প্রকল্পের আওতায় হাওর-বাঁওড় ও চর এলাকায় ৯০টি বিদ্যালয় নির্মাণ করা হইতেছে। যেইখানে বিদ্যুৎ নাই, সেইখানে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হইবে। এইসব খবর নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার চার দশক পরও অনেক গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। এই নিয়া সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। আমরাও একাধিকবার সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিয়াছি। এখন ইহার বাস্তব প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করিতেছি। আমরা আশা করি, খুব শীঘ্রই অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির কাজও শেষ হইবে এবং জনগণ ইহা হইতে সুফল লাভ করিতে পারিবেন। এইসব গ্রামের কোন কোনটিতে যে একেবারেই প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, তাহা নহে। বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ইহার পরও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব লোকের শিশুরা শিক্ষা-দীক্ষায় আরও উৎসাহিত হইবে। শিক্ষায় তাহাদের ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে। ইহাতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যও পূরণ হইবে। বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া আগাইয়া যাইতেছে দ্রুত গতিতে। ইহাকে আরও বেগবান করিতে হইলে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে হইলে শিক্ষায় হার শতভাগ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। অন্তত সকলে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, সেই সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যও তাহাই।

গত মহাজোট সরকার ও বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি হইয়াছে। এই শিক্ষায় গুণগত মানেরও উন্নতি হইয়াছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও ২০১০ সালে নূতনভাবে প্রণীত শিক্ষানীতিতেও এই ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষত সম্প্রতি ২৬ হাজারেরও বেশি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ এই সরকারের একটি যুগান্তকরী পদক্ষেপ। ইহাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হইতেছেন। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৬ হাজার ৮৪৩টি বেরসকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। ইহার পর এইক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয় নাই। এরশাদের আমলে কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে মাত্র ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এখন তিন দশক পর একসাথে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনী পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৩ হাজার। এই অবদানের জন্যও এই সরকার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।